০৫-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের মজলিসে এসেছেন, এখন তোমরা জ্ঞান অমৃতের মজলিস পালন করছো, তোমাদের ঘুরে বেড়ানো এখন শেষ হয়েছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে"

প্রশ্ন :- অনেক প্রকার তুফানে স্মরণকে সহজ বানানোর বিধি কি ?

উত্তর :- শরীর নির্বাহ করে ৫ - ১০ মিনিটও বুদ্ধিকে শিববাবার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করো, এই শরীরকে ভুলতে থাকো । আমি অশরীরি আত্মা, অভিনয় করার জন্য এই শরীরে এসেছি । এখন আবার অশরীরি হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এমন ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলো । এক সৎ বাবার সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গ যেন থাকে, অন্য সঙ্গ থেকে নিজেদের রক্ষা করলে স্মরণ সহজ হয়ে যাবে ।

গীত :- এসে গেছো আমার হৃদয়ে তুমি.....
(আ গয়ে দিল মে তুম্ / মেরে মহফিল মে তুম্ /মেরে নজরো সে বাঁচকে অব কহা যাওগে তুম্)

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে আর এর অর্থও বাচ্চারা নিজের মনে বুঝতে পেরেছে । তবুও বাবা বুঝিয়ে বলেন কারণ বাবা এখন এই মজলিসে এসেছেন । এই মজলিস যেমন তোমাদের তেমনি সমগ্র দুনিয়ার । ভগবান বলেন, আমি আসি ভক্তদের মজলিসে, তাহলে সবাই ভক্ত হলো । এরমধ্যেও আমি বিশেষ করে সেই ভক্তদের মজলিসে আসি, যেই ভক্ত আমি পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে এসেছে । যেই আত্মাদের বুদ্ধিতে পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণ আছে, আমি তাদের মজলিসেই আসি । মজলিসে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো হয় । বাবা বলেন,বাচ্চারা আমি তোমাদের জ্ঞান অমৃতের মজলিস করাচ্ছি । যারা এসে বাবার হয়েছে, তারা বুঝতে পারে, বাবা এসেছেন - আমাদের এই মজলিসে । এরপর নম্বর অনুসারে সবাইকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । বিশেষ করে এই মজলিস বাচ্চারা তোমাদের জন্য আর সাধারণ ভাবে সবার । যেখানে বাবা থাকেন, সেখানে বাচ্চারাও থাকবে । বাবা বলেন, আমিও অশরীরি, তোমরাও যখন অশরীরি ছিলে তখন আমার কাছেই ছিলে । তিনি স্মরণ করিয়ে দেন - তা পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে । অনেক অনেকদিন আগে ---- বলা হয় না । পাঁচ হাজার বছরের থেকে বড় ভ্রমণ আর হয় না । ভারতবাসী বাচ্চারা ভুলে গেছে যে, শিব ভগবান কখন এসেছিলেন, অথচ তাঁর জয়ন্তী পালন করতে থাকে । তারা বলে, তিনি এসেছিলেন অবশ্যই, অনেক - অনেকদিন আগে, কিন্তু কবে এসেছিলেন এ কেউই জানে না । কেই বলবে লাখ বছর আগে, কেউ অন্য কিছু বলবে । সঠিক তো কেউই জানে না । এ তো একমাত্র বাবাই বলতে পারেন । তিনি বলেন বাচ্চারা, পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি তোমাদের কাছে এই মজলিসে এসেছিলাম । দুনিয়াতে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয় । সেই দিন তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, তোমরা বলো এনার কতো বছর হয়েছে ? গান্ধীর জয়ন্তী পালন করে, তখন চট্ করে বলে দেবে এতো বছর হয়েছে .....শিবের কথা কেউই বলতে পারে না । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো, শিবের আসার তো অনেক সময় হয়ে গেছে । ওরা তো কিছুই জানে না । বলা হয় জন্ম মৃত্যু রহিত, নাম রূপ থেকেও পৃথক । আরে, নাম - রূপ থেকে পৃথক হলে কার জয়ন্তী পালন করো ? তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক তো হতে পারে না । নিশ্চই তিনি এই ভারতেই এসেছিলেন তাই তো তোমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করো । তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে বলো ? তোমরা স্মরণ করো কিন্তু তিনি কখন এসেছিলেন ? অবশ্যই যখন ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয় তখনই ভগবানকে ঘর থেকে

আসতে হয় । ভগবান কোন্ রূপে আসেন, এ কেউই জানে না । খুব চালাকি করে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারপর বোঝাতে হবে । ভগবান তো হলেন নিরাকার । তোমরা তাঁর পুজো করো, বলো – হে পরমাত্মা, হে ভগবান, তাঁকে কেউ দেবতা বলবে না । দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তাহলে এই তিন চিত্রের উপর বোঝাতে হবে । তোমরা যখন শিবের মন্দিরে যাবে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, ইনি কবে এসেছেন এবং কিভাবে এসেছেন ? নিরাকারী দুনিয়া থেকেই তো সবাই আসে । পরমপিতা পরমাত্মাকে তো পতিত পাবন বলা হয় তাহলে তিনি কি করেছেন ? পতিতকে পবিত্র কিভাবে করেছেন ? অবশ্যই সাকারে এসে মুখ দিয়েই বুঝিয়েছিলেন । নিশ্চই কোনো শিক্ষা দিয়েছিলেন । এমনভাবে তো কেউই বলতে পারে না । অবশ্যই তিনি মানুষের শরীরেই আসবেন । ভগবান নতুন দুনিয়ার রচনা করতেই আসেন । তাহলে অবশ্যই কারোর শরীরেই এসেছিলেন । গায়ন আছে যে, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়েছিলো । ব্রাহ্মণ সৃষ্টির নাম লেখা হয় নি । ব্রহ্মার মুখ কমল দিয়ে মনুষ্য রচনা করা হলে, অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণই হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণী রচনা করেছিলেন । কেবলমাত্র পুরুষ রচনা করলে বৃদ্ধি কিভাবে হবে ? আবার কেবল মহিলা রচনা করা হলেও বৃদ্ধি কিভাবে হবে ? তাই এই দুইই হলো ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । না হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কিভাবে হবে ? নিঃসন্দেহে পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা, ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে ব্রহ্মার শরীরে আসতে হবে । এইকথা খুব ভালোভাবে বুঝে যে ধারণ করবে, সেই অন্যকে বোঝাতে পারবে । যারা সম্পূর্ণ রাজযোগী হবে , বাবাকে আর রাজত্বকে স্মরণ করতে থাকবে, যাদের জন্য বাবা বলেন, বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী হও । সবাই তো সম্পূর্ণ স্মরণ করে না । বাবার কাছে আসে, বলে জ্ঞান তো সহজ, চক্রও বুঝেছি । ৮৪ জন্মের রহস্যও ঠিক বুঝেছি । ৮৪ জন্ম তো সম্পূর্ণ নিতে হবে আর যারা প্রথম দিকের নম্বরে থাকবে তারাই ৮৪ জন্ম নেবে, এ সবই তো ঠিক আছে । কিন্তু স্মরণে থাকা, এ বড় মুশকিল । যোগে অনেক প্রকারের তুফান আসে, তাকে কিভাবে বশ করবে ? তার উপায়ই বা কি ? কোন্ সময় আছে, যখন খুব ভালোভাবে স্মরণ করা যাবে ? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এমনিতে তো চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে স্মরণ করো । এখন তোমরা এখানে বসে আছো, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে কি স্মরণ করো ? এখন যেই স্ত্রীর নাম শুনলে অমনি বুদ্ধি স্ত্রীর দিকে চলে গেলো । বুদ্ধির কাজ তো হয়েই গেলো, তাই না । এমনিতে তোমরা শরীর নির্বাহের জন্য যে কাজই করো না কেন, শিববাবার সঙ্গে বুদ্ধিকে যুক্ত করার প্রয়াস করো । পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটও স্মরণ করো । হ্যাঁ, এই মায়াও অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মায়ার তুফান খুব জোরে আসবে । তবুও তোমরা তোমাদের পুরুষার্থ করে চলো । এই শরীরকে ভুলে যাওয়া বা বাবার স্মরণে থাকা, কথা একই । নিজেকে অশরীরি আত্মা মনে করতে হবে । আমি প্রকৃতপক্ষে অশরীরি ছিলাম । অভিনয় করার জন্য এই শরীর ধারণ করেছি, আবার অশরীরি হয়ে ঘরে ফিরে যাবো । বুদ্ধিতে কেবল বাবা আর বাবার ঘর যেন স্মরণে থাকে, বাবার ঘর হলো সেই জায়গা, যেখানে এখন যেতে হবে । আবার বুদ্ধিতে এও আছে যে, বাবার সম্পত্তি হলো সত্যযুগ । তাহলে এক বাবার স্মরণেই তাও স্মরণে আসবে । ভক্তি মার্গে বুদ্ধি তো অন্য দিকে যায় । কন্যার বিয়ে হয়ে গেলে একে অপরকে স্মরণ করে । ভক্তিতে কেউ বসলেও মায়া বিঘ্ন আনে । বুদ্ধি কাজ – কারবারের দিকে চলে যায় । মায়ার তো শত্রুতা থাকে, তাই না । ভক্তরা যদি দেবতাদের স্মরণ করে তাহলেও বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় । মায়া বুদ্ধিকে সঠিক ঠিকানায় লাগতে দেয় না । অফিসে গেলেও সেই কাজে বুদ্ধি থেকে যায় । পরীক্ষায় পাস করলে তখন এই কাজ করতে হয় । তাতেও বুদ্ধি লেগে যায় । অব্যক্ত জিনিসে বুদ্ধি লাগালে মায়া অনেক হয়রানি করে । ভক্তদেরও অনেক মুশকিলে সাক্ষাৎকার হয় । যখন অনেক তীব্র ভক্তি

করে তখন বাবা খুশী হন । এখন তো ভক্তির কোনো কথাই নেই । এখন তো হলো জ্ঞান । বাস্তবে ভক্তিও একজনেরই করা চাই । অব্যভিচারী ভক্তি হলে সাক্ষাৎকারও হবে । আজকাল তো সবাই ব্যভিচারী হয়ে গেছে । সবাইকে স্মরণ করতে থাকে, তাই বাবা আর সাক্ষাৎকারও করান না । একজনের প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকলে বাবাও সাক্ষাৎকার করান । তাই বাবা বোঝান, এক আমিকে স্মরণ করো । মুখে কিছুই বলতে হবে না । তোমরা যখন স্ত্রীকে স্মরণ করো, তখন কি মুখে কিছু বলতে হয় ? খেয়াল এলেই বুদ্ধি চলে যায় । এই বেহদের বাবা তো সদা সুখদানকারী । তাই এখন তোমাদের বন্ধন করান সেই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে । তাই তাঁকে স্মরণ করার প্রযত্ন করো । মায়া তো তুফান আনবেই । সম্পূর্ণ দুনিয়া শত্রু হয়ে যাবে, তবুও বাবাকে ভুলো না । যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন তো অনেক মানুষ আছে যারা সারাদিনে ভগবানের নাম পর্যন্ত নেয় না । অনেক খারাপ সঙ্গ হয় তাই গায়ন আছে ---- সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতন আনে । সত্য পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গই পতিত থেকে পবিত্র করবে । এখন তো সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত, তাদের পতিত - পাবনের সঙ্গ চাই । তাই তাঁকে অবশ্যই এখানে সাকারে তো আসতেই হবে, তাই না । সত্ হলেন একজন । এই সতের মজলিসেই তোমরা বসে আছো । তোমরা জানো যে --- আমাদের আত্মাদের সঙ্গ এখন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে । বাবা বলেন, আমার স্মরণেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । কেবল সঙ্গ হলেই মুরলী শুনবে, বাকি কি করবে, বুদ্ধির যোগও বাবার সঙ্গে চাই । বুদ্ধির যোগ যদি বাবার সাথে থাকে তাহলে তিনিই উদ্ধার করবেন অর্থাৎ পবিত্র করবেন । পবিত্র হওয়া ছাড়া তাঁর কাছে কেউই যেতে পারে না । বাবা নিজেই শেখান --- আমার সাথে কিভাবে যোগ লাগাবে । পড়ানোর জন্য তিনি নিজে সামনে আসেন । বুদ্ধির যোগ অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে একের সঙ্গে জুড়তে হবে, তখনই বিকর্ম বিনাশ হবে এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । পবিত্র দুনিয়া হলো স্বর্গ, সেখানের সুখ অপার । এমন নয় যে সেখানেও দুঃখ আছে বা দৈত্য আছে । সেখানে তো দুঃখের নাম - নিশানা থাকে না, তাও একুশ জন্মের জন্য । বাবা তো এখানে এসে পড়ান । ভগবান উবাচঃ হলো, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাতে সহজ রাজযোগ শেখাই । মানুষের বুদ্ধিতে তো কৃষ্ণের ছবিই এসে যায় । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমাদের শিববাবা পড়ান, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । সব মানুষ বলে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, আমি বলি কৃষ্ণের এই জ্ঞান ছিলোই না । রাত - দিনের তফাত হলো, তাই না । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের জ্ঞান দান করছেন । এ হলো স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিকালদর্শী হওয়া । ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিন কালকে জানা । সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্ত এবং তিন লোককেও জানা । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতনকেও তোমরা জানো । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর হিসাবেই সবাই জানে । বাকি এতে কোনো কষ্টের ব্যাপার নেই । শরীর নির্বাহও তো করতে হবে । এমন বলা হয় না যে, কন্যাদেরও শরীর নির্বাহের অর্থে মাথা ঠুকতে হবে । কন্যাদের তাদের পতির কাছে থাকতে হবে । শরীর নির্বাহের কর্ম পতিকে করতে হবে । কন্যাদেরও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । এক কাহিনী আছে না ---- এক কন্যা, বাবাকে বলেছিলো, আমি আমার ভাগ্যে খাই । তোমরা কন্যারাও তো নিজেদের পুরুষার্থ করছো । যত পড়বে, শ্রীমতে চলবে, তো একুশ জন্ম রাজ্য করতে পারবে । কন্যাদের কাজ হলো পড়া এবং শ্বশুর বাড়ি যাওয়া । তোমাদেরও বিষ্ণুপুরী স্বর্গে পাঠানো হয় । যত পড়বে তত উঁচু পদ পাবে । ওরা তো এমনি করেই কাহিনী শোনায় । সত্য কথা হলো এখানে । বাবা নিজে বসে তার রহস্য শোনান । তোমরা সকলে কন্যা । অধর কন্যারাও তাদের জীবন বানাচ্ছে । বাবা এমন কর্ম শেখান যে দুঃখী বা বিধবা হতে হয় না । কিন্তু খুব সামান্য বিশেষ কয়েকজনই উঁচু ভাগ্য বানাতে পারে । কেউ কেউ তো ভাগ্য বানাতে বানাতে আবার আশ্চর্যবত্ ভাগন্তি হয়ে যায়, বাবাকেও তালাক দিয়ে দেয় । ডিভোর্সও দিয়ে দেয়, কেননা শিববাবা

হলেন বাবাও আবার পতিরও পতি । এমন বাবাকে বাচ্চারা তালাক দিয়ে দেয় । ভাগ্যে গন্ডী টেনে দেয় । তোমরা সজনী তাই ডিভোর্স দিয়ে দিলে কড়ি তুল্য হয়ে যাবে । এমনও গায়ন আছে -- আশ্চর্যবত্ ডিভোর্স দেবন্তি, তালাক দেবন্তি ---- যেই বাবার থেকে একুশ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য মেলে, তাঁকেও তালাক দিয়ে দেয় । কেউ কেউ এসে বাবার হয়ে যায় । আবার কেউ কেউ মহামূর্খও হয় । যারা বাবাকে ছেড়েও দেয় আবার ডিভোর্সও দিয়ে দেয় । চলন দেখেই তা বোঝা যায় । বিকারে চলে যায় আবার চুপ করে এসে বসে, পরে বাবাকে লিখে জানায়, বাবা ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো । এখন শত গুণ দণ্ড তো হয়ে গেলো, তা কি করে বাতিল করা যাবে । তবুও সত্য কথা বললে অর্ধেক মাফ হয়ে যায় ---- এই কারণে বাবা বলেন , লুকিয়ে কখনো বিকারে যেও না । না ফ্যামিলিয়ারিটিতে থাকতে হবে । ক্রোধে অনেক ভূত থাকে যা অনেককে দুঃখ দেয় । বাবাকে পাঁচ বিকারের দান দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিলে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর কারণে বিকর্ম বিনাশ করার পুরুষার্থ করতে হবে । পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) কুসঙ্গের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । পতিত পাবন বাবার সঙ্গে থেকে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে ।

বরদান :-- নিজের ফিচার-এর (চেহারা) দ্বারা অনেকের ফিউচার শ্রেষ্ঠ করে, শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হও

বাণীর সেবা তো যথাশক্তি সময়ই প্রমাণ করে কিন্তু সঙ্গম যুগের যে ভবিষ্যৎ ফরিস্তা স্বরূপ, তা তোমাদের চেহারায় নজরে আসবে, তখনই সহজ সেবা করতে পারবে । যেমন জড় চিত্র তাঁর ছবি বা চেহারার দ্বারা অন্তিম জন্ম পর্যন্ত সেবা করে চলেছে, তেমনই তোমাদের চেহারায়ও সদা সুখ, শান্তি আর খুশীর ঝলক যদি থাকে তখনই শ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারবে । তোমাদের চেহারা দেখে যে কোনো দুঃখী, অশান্ত, বিভ্রান্ত আত্মা তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ফিউচার বানিয়ে নেবে ।

স্লোগান :- ভাগ্যবিধাতা বাবাকে যদি নিজের সর্ব সম্বন্ধী বানিয়ে নাও তাহলেই সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হতে পারবে ।